SIMEC FOUNDATION

প্রতিষ্ঠাতা
ইঞ্জিঃ সরদার মোঃ শাহীন

ভোরের প্রথম সূর্যরশ্মি যেমন অন্ধকার সরিয়ে নতুন দিনের বার্তা বয়ে নিয়ে আসে, তেমনি সিমেক ফাউন্ডেশন মানুষের জীবনে জাগিয়ে তোলে নতুন আশার আলো। গবেষণা, শিক্ষা, দক্ষতা বিকাশ ও মানবিক সহায়তার মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে প্রতিষ্ঠানটি কাজ করছে। শিশু, নারী, তরুণ কিংবা প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সবার মাঝে সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিচ্ছে সিমেক ফাউন্ডেশন। সিমেক ফাউন্ডেশনের প্রতিটি উদ্যোগেই ফুটে ওঠে সহমর্মিতা সহযোগিতা ও একসাথে এগিয়ে চলার অনুপ্রেরণা।

জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা সিমেক ফাউন্ডেশন বিশ্বাস করে শিক্ষিত ও দক্ষ মানুষই সমাজের প্রকৃত সম্পদ। তাই শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সিমেক ফাউন্ডেশন গড়ে তুলছে এমন এক প্রজন্ম যারা নিজের আলোয় আলোকিত করবে অন্যের জীবন। সমাজের প্রতিটি স্তরে সুযোগ সৃষ্টি ও আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলাই সিমেক ফাউন্ডেশনের সত্যিকার অর্জন।

চলমান কার্যক্রম

★ গবেষণা ও উন্নয়ন

- গবেষণা
- গবেষণামূলক সেমিনার, কনফারেন্স
- প্রজেক্ট ডেভেলপমেন্ট

★ শিক্ষা

- সিমেক ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি
- সিমেক ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট
- সিমেক একাডেমি
- সামাজিক শিক্ষা কেন্দ্র

★ প্রশিক্ষণ

- আইটি প্রশিক্ষণ
- অ্যাপারেল প্রশিক্ষণ
- অপটিকস প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ
- কেয়ারগিভিং প্রশিক্ষণ
- হোটেল ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণ
- শিক্ষক প্রশিক্ষণ
- দ্বীনি শিক্ষা প্রশিক্ষণ

★ শিক্ষা সহায়তা

- সাহিয়া-মজিদ শিক্ষা বৃত্তি
- নগেন্দ্র চন্দ পাঠাগার

★ স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা

- শোনিম শাহীন কমিউনিটি ক্লিনিক
- রক্তদান কর্মসূচি

★ ক্রীড়া ও শরীরচর্চা

- সিমেক পল্লী স্পোর্টিং ক্লাব

★ জনকল্যাণ ও জনসচেতনতা

- নারীর ক্ষমতায়ন
- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান
- খাদ্যসামগ্রী বিতরণ
- শীতবস্ত্র বিতরণ
- সিমেক নিউজ ডট কম
- সাপ্তাহিক সিমেক

গবেষণা ও উন্নয়ন

সমাজ, শিক্ষা ও মানবকল্যাণমূলক খাতে টেকসই অগ্রগতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সিমেক ফাউন্ডেশন গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। বাস্তবভিত্তিক গবেষণার মাধ্যমে সমস্যা চিহ্নিত করা, সে সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করা ও সেই জ্ঞানকে উন্নয়নমূলক উদ্যোগে রূপ দেওয়াই এই কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য। এর মাধ্যমে সিমেক ফাউন্ডেশন সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

গবেষণা

সামাজিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে সিমেক ফাউন্ডেশন নিয়মিত গুণগত ও বাস্তবভিত্তিক গবেষণা পরিচালনা করে। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক গবেষকদের অংশগ্রহণে সম্পন্ন এসব গবেষণার ফলাফল নীতিনির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সামাজিক উন্নয়নে সহায়ক তথ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

গবেষণামূলক সেমিনার, কনফারেন্স

গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য সিমেক ফাউন্ডেশন গবেষণামূলক সেমিনার, কনফারেন্স ও আলোচনামূলক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। এসব আয়োজন গবেষক, শিক্ষাবিদ ও অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে চিন্তা-ভাবনার আদান-প্রদান নিশ্চিত করে এবং উদ্ভাবনী ধারণা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

প্রজেক্ট ডেভেলপমেন্ট

গবেষণার ফলাফলকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগযোগ্য করতে সিমেক ফাউন্ডেশন বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রজেক্ট পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করে। প্রাথমিক পর্যায়ে পাইলট প্রজেক্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে কার্যকারিতা যাচাই করা হয় যা পরবর্তীতে বৃহৎ পরিসরে বাস্তাবায়নের মাধ্যমে সামাজিক ও শিক্ষাগত উন্নয়নে অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়। আর সফল প্রজেক্টগুলো সমাজ ও শিক্ষাক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসার পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সহায়তা করবে।

শিক্ষা

শিক্ষা মানুষের জীবনের আলো যা অন্ধকার দূর করে জ্ঞানের পথ দেখায়। তাই সিমেক ফাউন্ডেশন শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রতিষ্ঠানটি পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর শিক্ষা তথা শিক্ষার অধিকার সহজ করতে প্রায় তিন যুগ ধরে সেবামূলক কাজের অংশ হিসেবে গরীব অথচ মেধাবী শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করে আসছে। এছাড়াও সিমেক ফাউন্ডেশন আধুনিক ও দক্ষ মানব সম্পদ তৈরির লক্ষ্যে বিভিন্ন পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ, আইটি ও টেকনিক্যাল শিক্ষার সুযোগ তৈরি করেছে। আর্থাৎ শিক্ষার্থীদের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে অবদান রাখাই প্রতিষ্ঠানটির প্রধান লক্ষ্য।

সিমেক ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি

সিমেক ফাউন্ডেশনের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান সিমেক ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি একটি গবেষণা ও শিক্ষাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (NSDA) এবং বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড (BTEB) কর্তৃক অনুমোদিত। সিমেক ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি দক্ষতা উন্নয়ন, গবেষণা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মকে কর্মমুখী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

সিমেক ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট

দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সিমেক ফাউন্ডেশনের একটি অঙ্গপ্রতিষ্ঠান হিসেবে সিমেক ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। সিমেক ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট প্রযুক্তিগত ও কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে যুবসমাজকে কর্মমুখী ও আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার জন্য কাজ করছে। অর্থাৎ সিমেক ভোকেশনাল ইন্সটিটিউটের মূল লক্ষ্য হলো দেশের বিশাল তরুণ জনগোষ্ঠীকে দক্ষ, আত্মনির্ভরশীল ও কর্মক্ষম নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।

সিমেক একাডেমি

জীবনমুখী ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সিমেক ফাউন্ডেশন **"সিমেক একাডেমি"** প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে, যেখানে প্রাথমিক স্তরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে মানসম্মত শিক্ষা প্রদান করা হবে। নৈতিকতা, মননশীলতা ও ব্যাবহারিক দক্ষতার সমন্বয়ে শিক্ষার্থীদের জীবনমুখী করে গড়ে তোলাই এ একাডেমির মূল লক্ষ্য। গ্রামীণ ও প্রান্তিক শিক্ষার্থীদের জন্য সহজলভ্য শিক্ষা নিশ্চিত করে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে **"সিমেক একাডেমি"** নিরলসভাবে কাজ করবে বলে আমরা আশাবাদী।

সামাজিক শিক্ষা কেন্দ্র

মানুষ সমাজবদ্ধ প্রাণী হলেও আমরা এখানো একটি সুশৃঙ্খল, পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারিনি। উন্নত দেশের তুলনামূলক ভালো সামাজিক পরিবেশ মূলত সামাজিক শিক্ষার বাস্তব প্রয়োগের ফল। কিন্তু বাংলাদেশে সামাজিক শিক্ষা এখনো প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও প্রয়োজনীয় গুরুত্ব পায়নি; ফলে আমাদের আচরণগত ও মানবিক শিক্ষায় ঘাটতি রয়ে গেছে। সামাজিক শিক্ষা মানুষকে জীবনমূখী শিক্ষা, শালীন আচরণ ও সমাজবদ্ধ মানসিকতা গড়ে তুলতে সহায়তা করে। ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তনের মাধ্যমে সামাজিক মানুষ গঠনই এর মূল উদ্দেশ্য। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে সিমেক ফাউন্ডেশনের **"সামাজিক শিক্ষা কেন্দ্র"** ব্যাবহারিক ও বয়সভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দায়িত্বশীল, মানবিক ও সচেতন নাগরিক গড়ে তুলতে কাজ করে যাচ্ছে।

প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ একটি মানুষের দক্ষতা ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। আধুনিক যুগে প্রশিক্ষণের পরিধি বিস্তৃত হয়েছে নানা ক্ষেত্রে, যেমন- আইটি প্রযুক্তি, অ্যাপারেল শিল্প, অপটিকস প্রযুক্তি, কেয়ারগিভিং, হোটেল ম্যানেজমেন্ট, শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রভৃতি। এসব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শুধু তাত্ত্বিক জ্ঞানই নয়; ব্যাবহারিক দক্ষতাও অর্জন করতে পারে যা দেশি ও বিদেশি চাকরির বাজারে তাদের প্রতিযোগিতায় এগিয়ে রাখে। দক্ষ মানব সম্পদ গঠনে এ ধরনের প্রশিক্ষণ আজ সময়ের দাবি এবং উন্নত সমাজ বিনির্মাণের কার্যকর মাধ্যম। আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর প্রশিক্ষণ ও মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ গঠনে সিমেক ফাউন্ডেশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রের উন্নয়নে সিমেক ফাউন্ডেশনের এই উদ্যোগ তরুণ সমাজকে সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে আমরা আশাবাদী।

আইটি প্রশিক্ষণ

বর্তমান যুগ তথ্যপ্রযুক্তির যুগ। একটি দক্ষ জাতি গঠনের মূল চাবিকাঠি এখন আইটি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ। আধুনিক বিশ্বে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষতা অর্জন অপরিহার্য। শিক্ষা থেকে কর্মজীবন সব ক্ষেত্রেই আইটি জ্ঞানের গুরুত্ব দিন দিন বেড়ে চলেছে। এই প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে সিমেক ফাউন্ডেশন আইটি শিক্ষার প্রসার ও দক্ষ মানব সম্পদ গঠনে নিরলসভাবে কাজ করছে। অস্বচ্ছল ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য বিনামূল্যে আইটি প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে সিমেক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেছে **"কালাম মণ্ডল আইটি ল্যাব"**। এখানে শিক্ষার্থীরা আধুনিক আইটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেদের যোগ্য হিসেবে গড়ে তুলছে, যা তাদের চাকরি ও আত্মকর্মসংস্থানের নতুন দুয়ার খুলে দিচ্ছে। সিমেক ফাউন্ডেশনের আইটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে প্রোগ্রামিং নেটওয়ার্কিং, হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টসহ তথ্যপ্রযুক্তির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রশিক্ষণ শেষে শিক্ষার্থীরা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, ওয়েব ডেভেলপার বা আইটি বিশেষজ্ঞ হিসেবে কর্মজীবন শুরু করার জন্য প্রস্তুত হয়। একজন অভিজ্ঞ কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার ও মাস্টার্স ডিগ্রিধারী স্বেচ্ছাসেবকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত আইটি প্রশিক্ষণ উদ্যোগটি শুধু ব্যক্তিগত উন্নয়ন নয়, বরং বাংলাদেশের সার্বিক প্রযুক্তিগত অগ্রগতিতেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

অ্যাপারেল প্রশিক্ষণ

অ্যাপারেল প্রশিক্ষণ হলো পোশাক শিল্পে দক্ষতা অর্জনের একটি কার্যকর মাধ্যম। এর মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা আধুনিক সেলাই, কাটিং, ডিজাইন ও উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বাস্তব জ্ঞান লাভ করে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করছে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে সিমেক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় **"আফছানা খানম অ্যাপারেল ল্যাব"** যার মাধ্যমে সিমেক ফাউন্ডেশন ১৯৯৮ সাল থেকে নারীদের আত্মনির্ভরশীল করে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে নিরলসভাবে কাজ করছে।

একজন স্বাবলম্বী নারী, একটি স্বাবলম্বী পরিবার, একটি স্বাবলম্বী দেশ–এই বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হয়ে হতদরিদ্র, বিধবা ভূমিহীন ও ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারের সদস্যসহ সমাজের আগ্রহী নারীরা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে হাতে-কলমে অ্যাপারেল প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছেন। যার ফলে তারা পরিবারের আর্থিক দায়িত্বে অংশ নিচ্ছেন এবং সমাজে নিজ নিজ অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন। প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের নিষ্ঠা ও সাফল্যই অ্যাপারেল প্রশিক্ষণ প্রকল্পটির অগ্রযাত্রার মূল শক্তি যা নারীর ক্ষমতায়ন ও জাতীয় উন্নয়নের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

অপটিকস প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ

দেশে যখন বেকারত্বের হার ক্রমেই বাড়ছে, তখন সিমেক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশে অপটেশিয়ান প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্যোগ নেয়। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তরুণ-তরুণীদের আধুনিক চক্ষু পরীক্ষা, দৃষ্টি সমস্যা নির্ণয় ও চশমা প্রস্তুতের ব্যাবহারিক জ্ঞান দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে একদিকে যেমন দক্ষ অপটেশিয়ান তৈরি হচ্ছে, অন্যদিকে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী পাচ্ছে সহজলভ্য ও স্বল্পমূল্যের চক্ষু সেবা। সিমেক ফাউন্ডেশন পরিচালিত অপটেশিয়ান প্রশিক্ষণ কর্মসূচিটি হলো **"আইমিত্র অপটেশিয়ান প্রশিক্ষণ প্রকল্প"** যার মূল উদ্দেশ্য হলো যুবসমাজকে কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রদান ও তাদের স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তোলা। এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীরা সুনির্মিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, আধুনিক রিফ্র্যাকশন ল্যাব ও অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। প্রশিক্ষণ শেষে তারা নিজ এলাকায় অপটিক্যাল দোকান স্থাপন করে চক্ষু পরীক্ষা, লেন্স তৈরি ও চশমা বিক্রয়ের মাধ্যমে আয় করতে সক্ষম হয়। বর্তমানে ৩৫ জন যুবক সিমেক ফাউন্ডেশনের এই অপটেশিয়ান প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে সফলভাবে কাজ করছে। এভাবে সিমেক ফাউন্ডেশনের অপটেশিয়ান প্রশিক্ষণ প্রকল্পটি শুধু বেকারত্ব হ্রাসেই নয়, দেশের সার্বিক চক্ষু স্বাস্থ্যসেবায়ও রাখছে গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

কেয়ারগিভিং প্রশিক্ষণ

মানবিকতার আলো ছড়ানো এক মহৎ পেশা কেয়ারগিভিং। প্রশিক্ষিত কেয়ারগিভাররা শিশু, বৃদ্ধ ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষদের সেবা দিয়ে সমাজে ভালোবাসা ও সহানুভূতির বার্তা ছড়িয়ে দেন। দেশে ও বিদেশে এ পেশার চাহিদা বাড়ছে। বাংলাদেশে দক্ষ কেয়ারগিভার তৈরির লক্ষ্যে সিমেক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড (BTEB) ও জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (NSDA) অনুমোদিত **"কেয়ারগিভিং প্রশিক্ষণ কোর্স"** পরিচালনা করে। আধুনিক ল্যাব, হাসপাতালভিত্তিক ব্যাবহারিক ক্লাস এবং অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীরা বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা অর্জন করে। সেই সাথে শিক্ষার্থীরা দেশে বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছে। সিমেক ফাউন্ডেশন বিশ্বাস করে– একজন প্রশিক্ষিত কেয়ারগিভার কেবল কর্মজীবনের উন্নয়ন নয়, সমাজে মানবিক আলোও ছড়িয়ে দেয়। তাই ফাউন্ডেশনটি বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর তরুণ-তরুণীদের জন্য স্বল্প খরচে প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করেছে যাতে তারা দক্ষ হয়ে নিজের জীবন বদলাতে পারে এবং সমাজে ইতিবাচক অবদান রাখতে পারে।

হোটেল ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণ

সিমেক ফাউন্ডেশন বিশ্বাস করে দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমেই কর্মসংস্থানের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। বর্তমান বিশ্বে দ্রুত বিকাশমান হোটেল ও পর্যটন শিল্পে ক্রমবর্ধমান জনবল চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সিমেক ফাউন্ডেশন পরিচালনা করছে আধুনিক ও প্র্যাকটিক্যালভিত্তিক **"হোটেল ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণ কোর্স"**। অভিজ্ঞ ও পেশাদার ট্রেইনারদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এই কোর্সে রয়েছে হাতে-কলমে প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং, আধুনিক ল্যাব সুবিধা, ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং ও বিদেশি চাকরির গাইডলাইন যা শিক্ষার্থীদের বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনে সহায়তা করে।

হোটেল ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণে শেখানো হয় ফ্রন্ট ডেস্ক ও কাস্টমার সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট, হাউজকিপিং, ফুড অ্যান্ড বেভারেজ সার্ভিস, রেস্টুরেন্ট ও ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট, হোটেল অপারেশন, টিমওয়ার্ক, প্রফেশনাল কমিউনিকেশন ও গ্রুমিং। প্রশিক্ষণ শেষে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়, যা পেশাগত দক্ষতার স্বীকৃতি হিসেবে কাজ করে। সিমেক ফাউন্ডেশনের মূল লক্ষ্য হলো এমন দক্ষ ও আত্মবিশ্বাসী জনবল তৈরি করা, যারা দেশ-বিদেশে হোটেল ও পর্যটন শিল্পে সাফল্যের সঙ্গে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ

শিক্ষার মানোন্নয়ন ও দক্ষ শিক্ষক তৈরির লক্ষ্যে সিমেক ফাউন্ডেশন পরিচালনা করছে আধুনিক ও বাস্তবমুখী **"শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি"**। শিক্ষার এই বিশেষ উদ্যোগের মাধ্যমে শিক্ষকরা শিখছেন কার্যকর পাঠদান কৌশল, শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশে সহায়ক শিক্ষা পদ্ধতি এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের দক্ষতা। প্রশিক্ষণটি তাত্ত্বিক জ্ঞান ও বাস্তব অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে সাজানো হয়েছে।

অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক ও বাস্তবধর্মী পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে এই কোর্স শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করে এবং শ্রেণিকক্ষে শিক্ষাদানকে করে তোলে আরও প্রাণবন্ত ও ফলপ্রসূ। এছাড়া প্রশিক্ষণটির মাধ্যমে শিক্ষকদের কীভাবে পাঠদানে সৃজনশীলতা যোগ করে শিক্ষার্থীদের চিন্তা ও সৃজনশীলতা বিকাশে সহায়তা করা যায় সে বিষয়েও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সিমেক ফাউন্ডেশন বিশ্বাস করে একজন দক্ষ শিক্ষকই একটি প্রজন্মকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে। আর এই শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সেই লক্ষ্য পূরণেরই এক দৃঢ় পদক্ষেপ।

দ্বীনি শিক্ষা প্রশিক্ষণ

দ্বীনি শিক্ষা মানবজীবনের আলোকবর্তিকা যা সঠিক পথের দিশা দেখায়। এ শিক্ষা মানুষকে করে নৈতিক, শান্তিপ্রিয় ও আলোকিত সমাজের নির্মাতা। তাছাড়া ইসলামের প্রতি নিঃশর্ত বিশ্বাস স্থাপন করতে হলে প্রতিটি মানুষকে ইসলামের দ্বীনি শিক্ষায় দীক্ষিত হতে হবে। আর এই দ্বীনি শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে এবং সমাজে দ্বীনি শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়ার জন্য সিমেক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করে **"মাওলানা ইব্রাহিম দ্বীনি শিক্ষা প্রশিক্ষণ"**, যেখানে সুশৃঙ্খলভাবে ধর্মীয় শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়।

শিশুদের নৈতিক ও চারিত্রিক বিকাশকে কেন্দ্র করে এ শিক্ষা কেন্দ্রটি বাচ্চাদের জন্য একটি শান্ত ও পরিচর্যামূলক শেখার পরিবেশ তৈরি করেছে। প্রতিদিন ফযরের নামাজের পর অধ্যবসায়ের মাধ্যমে শিশুদের কোরআন শিক্ষা প্রদান করা হয়। এখানে তারা নূরানি কায়দা, তাজবিদের মূলনীতি ও শুদ্ধ তিলাওয়াত ধাপে ধাপে রপ্ত করে। অভিজ্ঞ ও আন্তরিক মুয়াল্লিমদের তত্ত্বাবধানে বাচ্চাদের মাঝে ইসলামি আদর্শ, শৃঙ্খল ও ভদ্র আচরণের চর্চা গড়ে ওঠে, যা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনকে আরও সুন্দর ও আলোকিত পথে এগিয়ে নিতে সহায়তা করে।

শিক্ষা সহায়তা

সিমেক ফাউন্ডেশন বিশ্বাস করে শিক্ষা উন্নত সমাজ ও সমৃদ্ধ জাতি গঠনের মূলভিত্তি। তাই সুবিধাবঞ্চিত ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়িয়ে ফাউন্ডেশনটি দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এর মাধ্যমে স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের বৃত্তি, বই, শিক্ষা উপকরণ ও ভর্তি সহায়তা এবং দরিদ্র শিক্ষার্থীদের নিয়মিত আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়। কারণ সিমেক ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য শুধু শিক্ষিত মানুষ তৈরি নয়, বরং এমন দক্ষ নাগরিক গড়ে তোলা যারা নিজের পরিবার, সমাজ ও দেশকে এগিয়ে নিতে সক্ষম হবে।

সাহিয়া-মজিদ শিক্ষা বৃত্তি

বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অসংখ্য মেধাবী শিক্ষার্থী রয়েছে যারা আর্থিক ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতার কারণে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। এসব শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়িয়েছে সিমেক ফাউন্ডেশন; এই বিশ্বাসে– প্রতিটি শিক্ষার্থীই আলোর পথে এগিয়ে যাওয়ার যোগ্য। সুযোগ পেলে তারাও গড়তে পারে নিজেদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। সেই বিশ্বাসেরই ফল **"সাহিয়া-মজিদ শিক্ষা বৃত্তি"** যা গ্রামীণ এলাকার সুবিধাবঞ্চিত ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য একটি আশার আলো। সিমেক ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য একটি শিক্ষিত, সচেতন ও দায়িত্বশীল জাতি গঠন করা। এরই ধারাবাহিকতায় প্রতিষ্ঠানটি বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মানসিক, সামাজিক ও শিক্ষাগত বিকাশে সর্বোচ্চ সহায়তা প্রদান করে আসছে। সিমেক ফাউন্ডেশনের স্বপ্ন–আজকের এই শিক্ষার্থীদের হাত ধরেই গড়ে উঠবে আগামী দিনের আলোকিত, আত্মনির্ভরশীল ও শক্তিশালী বাংলাদেশ। **"সাহিয়া-মজিদ শিক্ষা বৃত্তি"** সেই ভবিষ্যৎ নির্মানের নীরব যোদ্ধা। মূলত এই বৃত্তি প্রদানের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া রোধ করা; বিশেষত ছাত্রীদের বাল্যবিবাহের অভিশাপ থেকে রক্ষা করে শিক্ষাজীবনকে সুরক্ষিত রাখা।

নগেন্দ্র চন্দ পাঠাগার

সিমেক ফাউন্ডেশন সমাজের জ্ঞান, শিক্ষা ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশে যে অসামান্য ভূমিকা রাখছে তারই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত **"নগেন্দ্র চন্দ পাঠাগার"**। মানুষের মাঝে পাঠ্যাভ্যাস গড়ে তোলা ও আলোকিত সমাজ নির্মাণের লক্ষ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত এই পাঠাগারটি শিশু থেকে প্রবীণ সব বয়সের পাঠকের জন্য উন্মুক্ত। এখানে রয়েছে সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, ধর্ম, সংস্কৃতি ও সামসময়িক বিষয়ের ওপর সমৃদ্ধ বইয়ের সংগ্রহ। এছাড়াও **"নগেন্দ্র চন্দ পাঠাগার"** নিয়মিত পাঠচক্র, আলোচনাসভা ও সাংস্কৃতিক আয়োজনের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মকে পাঠ্যাভ্যাসে উদ্বুদ্ধ করছে। মূলত জ্ঞান ও মানবতার আলো ছড়িয়ে দিয়ে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনাই এর প্রধান লক্ষ্য।

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা

আমাদের সমাজের একটি প্রচলিত প্রবাদ হচ্ছে "সুস্থ দেহ, সুন্দর মন"। দেহ সুস্থ না থাকলে মনও ভালো থাকে না যা আমাদের স্বাভাবিক কর্মক্ষমতাকে ব্যাহত করে। তাই দেহকে সুস্থ রাখতে এবং বিভিন্ন রোগের বিরুদ্ধে লড়তে আমাদের প্রয়োজন সচেতনতা, প্রতিকার এবং প্রতিরোধ ব্যবস্থা। শহরাঞ্চলে চিকিৎসা সেবা এখন যথেষ্ঠ সহজলভ্য হলেও গ্রামাঞ্চলে একে দুর্লভই বলা চলে।

কোনো দেশের উন্নয়ন করতে হলে গ্রাম থেকেই শুরু করতে হয়। আর এই উন্নয়ন গ্রামের মানুষের সুস্থতা ব্যতীত সম্ভব নয়। কিন্তু বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে এখনো উন্নত চিকিৎসা সেবা পৌঁছয়নি। এমন অনেক গ্রাম আছে যেখানে জনগণ এখনো ন্যূনতম প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা পর্যন্ত পায় না। এসব ভাবনা থেকেই সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর কাছে চিকিৎসা সেবা এবং বিভিন্ন সচেতনতামূলক পরামর্শ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে সিমেক ফাউন্ডেশন নিয়েছে বিভিন্ন উদ্যোগ।

শোনিম শাহীন কমিউনিটি ক্লিনিক

সিমেক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে গ্রামীণ মানুষের দোরগোঁড়ায় পরম বন্ধু হয়ে সেবা দেওয়ার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে **"শোনিম শাহীন কমিউনিটি ক্লিনিক"**। দেশের তৃণমূল পর্যায়ে ও সুবিধাবঞ্চিতদের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ড এই কমিউনিটি ক্লিনিকের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের লক্ষ্য সবার জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সুনিশ্চিত করা। ঢাকাস্থ শিন-শিন জাপান হাসপাতালের অভিজ্ঞ এবং বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে এই ক্লিনিকটি। এখানে সাধারণ রোগীর পাশাপাশি গর্ভবতী মা ও শিশুদের স্বাস্থ্যসেবা, মেয়েদের কৈশোরকালীন নানাবিধ সমস্যা এবং বিবাহপূর্ব ও পরবর্তী বিভিন্ন বিষয়ে গ্রামীণ জনপদের সুবিধাবঞ্চিত রোগীদের বিনামূল্যে পরামর্শ দেওয়া হয়। **"শোনিম শাহীন কমিউনিটি ক্লিনিক"**-এর আওতায় বিনামূল্যে অতীব প্রয়োজনীয় সাপ্তাহিক চিকিৎসা ও পরামর্শ দিতে সিমেক ফাউন্ডেশন সদা সচেষ্ট।

রক্তদান কর্মসূচি

একের রক্ত অন্যের জীবন, রক্তই হোক আত্মার বাঁধন। স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচির মাধ্যমে বিপদগ্রস্ত ও মুমূর্ষু রোগীর জীবন বাঁচাতে উদ্যোগ নিয়েছে মানবসেবায় ব্রতী সংগঠন সিমেক ফাউন্ডেশন। স্বেচ্ছায় রক্তদাতার এক ব্যাগ মূল্যবান রক্তে মৃত্যুপথযাত্রী রোগীর জীবন বাঁচে, নিজের জীবনও থাকে ঝুঁকিমুক্ত। এই মহৎ কাজে ১৮ থেকে ৬০ বছর বয়সি যে কোনো সুস্থদেহের মানুষকে রক্তদানে উদ্বুদ্ধ করা ও সচেতনতা সৃষ্টির কাজ করছে ফাউন্ডেশনের কর্মীরা। গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, নিয়মিত রক্তদান করলে হৃদরোগ, হার্ট অ্যাটাক, ক্যান্সারসহ বিভিন্ন জটিল রোগের আশঙ্কা কমে যায়। বাড়ে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। তাই সারা দেশে মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি ও স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের তালিকা তৈরির মাধ্যমে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে কমিউনিটি ক্লিনিক প্রকল্পের কর্মীরা বদ্ধপরিকর।

জনকল্যাণ ও জনসচেতনতা

সামাজিক জ্ঞান অর্জন খুবই প্রয়োজনীয় একটি বিষয়। সামাজিক জীব হিসেবে সমাজবদ্ধ হয়ে সুস্থ দেহ ও মন নিয়ে সুন্দরভাবে মিলেমিশে বসবাসের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সামাজিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া। সবাইকে যেমন নিজের মানবাধিকার সম্মন্ধে সচেতন হতে হবে, তেমনি নিজের অধিকারের গণ্ডি যেন অন্যের অধিকারের সীমানা ছাড়িয়ে না যায় সে বিষয়ে সর্তক থাকাও জরুরি। তাই সামাজিক আন্দোলনের অংশ হিসেবে মানুষকে সামাজিক জ্ঞান প্রদানের লক্ষ্যে জনকল্যাণ ও জনসচেতনতামূলক প্রোগ্রামের নানাবিধ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে সিমেক ফাউন্ডেশন। কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব প্রকাশনা সাপ্তাহিক সিমেক সমাজের সকল স্তরের মানুষের মাঝে বিনামূল্যে নিয়মিতভাবে বিতরণ করা হচ্ছে।

সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে সম্পৃক্ত করে নিয়মিত জাতীয় দিবস উদযাপন, র‍্যালি, আলোচনা অনুষ্ঠান সভা-সেমিনার, প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম, কাউন্সেলিং, পাবলিক মোটিভেশন প্রোগ্রাম এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিচ্ছন্নতা অভিযানের মাধ্যমে সামাজিক এই আন্দোলনকে আমরা সবাই মিলে বেগবান করছি।

নারীর ক্ষমতায়ন

নারীর ক্ষমতায়ন এমন একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া যেটি বিভিন্ন আর্থসামাজিক কৌশলকে কাজে লাগিয়ে নারীদের জীবন ধারণের প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিবার ও সমাজের প্রতি তাদের অসামান্য এবং কার্যকর ভূমিকাকে মর্যাদা দেয়। সিমেক ফাউন্ডেশন সাহিয়া-মজিদ বৃত্তি প্রকল্পের আওতায় গরীব এবং মেধাবী ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান করে তাদের পড়াশোনা থেকে ঝরে পড়া রোধ করছে। এর লক্ষ্য হলো মেয়েরা যেন শিক্ষা অর্জন করে প্রয়োজনীয় বিষয়ে সচেতন হতে পারে এবং বাল্যবিবাহ না করে জীবনকে সহজ ও মর্যাদাপূর্ণ করে গড়ে তোলার সুযোগ পায়। এছাড়াও নারীদের স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে গড়ে তোলা হয়েছে শোনিম শাহীন কমিউনিটি ক্লিনিক। নারী ও শিশুদের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করাই এর মূল লক্ষ্য, বিশেষ করে কৈশোরকালীন পরিবর্তন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সঠিক সচেতনতা গড়ে তোলা।

সম্প্রতি এই ক্লিনিকে ধাত্রী প্রশিক্ষণ এবং কেয়ারগিভিং নিয়ে কাজ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, যা নারীদের ব্যক্তিগত দায়িত্ব পালন, সন্তান জন্মদান এবং কর্মসংস্থান উন্নয়নে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়। দক্ষ নারীদের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তাদের টেকসই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে সিমেক ফাউন্ডেশন **“SIMEC Polli for Women's Empowerment”** নামে একটি প্রকল্প শুরু করেছে, যা নারী উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অবদান রাখতে সাহায্য করবে। নারীর ক্ষমতায়ন সিমেক পল্লী শীর্ষক এই প্রকল্পের অধীনে সেল্ফ হেল্প গ্রুপ গঠনের মাধ্যমে গ্রামীণ নারীদের পর্যটন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে প্রশিক্ষণ দিয়ে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা হবে।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান

সিমেক ফাউন্ডেশনের জনকল্যাণ ও জনসচেতনতামূলক কর্মসূচির অন্যতম একটি হলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান। এই অভিযানের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে নির্দিষ্ট কোন জনপদের জনগণকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় সচেতন করা এবং পরিচ্ছন্নতা অভিযানে নিজেদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, যেন একদিন তারা নিজেরাই নিজেদের বাড়িঘর, আঙিনা তথা জনপদকে পরিচ্ছন্ন রাখতে পারে; গড়ে তুলতে পারে একটি ছিমছাম ও পরিপাটি গ্রামীণ নগরী। জনকল্যাণ ও জনসচেতনতার মূল লক্ষ্য হলো জনগণের মধ্যে পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক চেতনাবোধ তৈরি করা। আমরা প্রায়শই বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গিয়ে দিনব্যাপী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালিয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আঙিনা পরিচ্ছন্ন করে তুলি। তাই আসুন সবাই মিলে পরিচ্ছন্ন থাকি, সমাজকে পরিচ্ছন্ন রাখি এবং গড়ে তুলি চমৎকার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জনপদ।

খাদ্যসামগ্রী বিতরণ

প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারি, কিংবা বৈশ্বিক নানাবিধ অর্থনৈতিক সমস্যার কারণে সামসময়িক বছরগুলোতে অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশ কঠিন চাপের মুখে পড়ে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম হুহু করে বেড়ে যায় কিংবা দেখা দেয় অতীব প্রয়োজনীয় পণ্যের ঘাটতি। এর ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় মধ্যবিত্ত ও নিম্ন আয়ের মানুষ। দেশের এমন ক্রান্তিলগ্নে সমস্যাসংকুল মানুষের পাশে দাঁড়ায় সিমেক ফাউন্ডেশন নগদ অর্থ, রান্না করা খাবার কিংবা খাদ্যসামগ্রী নিয়ে।

মানুষ মানুষের জন্য এই চেতনার আলোকে সিমেক ফাউন্ডেশন সমাজের দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের সহায়তার উদ্দেশ্যে মাঝে মধ্যেই খাদ্যসামগ্রী বিতরণ কর্মসূচির আয়োজন করে থাকে। মধ্যবিত্ত থেকে নিম্ন আয়ের মানুষদের ঘরে ঘরে খাবার পৌঁছে দিয়ে মানবতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে সিমেক ফাউন্ডেশন। ফলস্বরূপ সমাজের মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ধনী-দরিদ্র শ্রেণির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়। সুবিধাবঞ্চিত জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে একটি আদর্শ জাতি হিসেবে নিজেদের মানবিক চিন্তা-চেতনার বিকাশ সাধনে সিমেক ফাউন্ডেশন কাজ করে যাচ্ছে দীর্ঘ সময় ধরে।

শীতবস্ত্র বিতরণ

শীতকালে স্বল্প আয়ের মানুষের শীতবস্ত্রের স্বল্পতা একটি জাতীয় সমস্যা। শহরের পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলেও অনেক মানুষ শীতের দিনে শীতবস্ত্রের অভাবে যথেষ্ট কষ্ট করে। শীত নিবারণের জন্য পর্যাপ্ত শীতবস্ত্র না থাকলেও নতুন শীতবস্ত্র কেনার সামর্থ অনেকেরই থাকে না। ফলত, শীতের মাত্রা তথা শৈত্যপ্রবাহ একটু বেড়ে গেলেই হিমশীতল পরিবেশে মানুষের বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে দাঁড়ায় এবং বেড়ে যায় জনদুর্ভোগ। এমন পরিস্থিতিতে সিমেক ফাউন্ডেশন এ সকল অসমর্থ, দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষের সমস্যার কথা চিন্তা করে শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচির উদ্যোগ নিয়েছে। আর এই কর্মসূচির মাধ্যমে সমাজের হতদরিদ্র শীতার্ত মানুষরা উপকৃত হচ্ছে। সিমেক ফাউন্ডেশনের এই উদ্যোগটি সমাজের সচেতন মানুষের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস। এ থেকে শিক্ষা নিয়ে সমাজের সচেতন ও বিত্তবান ব্যক্তিবর্গ অসহায় ও হতদরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারে।

সিমেক নিউজ ডট কম

সিমেক ফাউন্ডেশনের একটি জনসচেতনতামূলক উদ্যোগ হলো **"সিমেক নিউজ ডট কম"**। এটি বাংলাদেশের অন্যতম একটি অনলাইন নিউজ পোর্টাল যেটি ইতিবাচক সংবাদ প্রচারের মাধ্যমে সমাজে সচেতনতা ও অনুপ্রেরণা ছড়িয়ে দিতে কাজ করছে। উন্নয়নমূলক সংবাদ, সফলতার গল্প এবং গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় বিষয়গুলো এখানে গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরা হয়। নির্ভরযোগ্য তথ্য, দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা এবং গঠনমূলক উপস্থাপনার মাধ্যমে **"সিমেক নিউজ ডট কম"** একটি সচেতন ও ইতিবাচক সমাজ গঠনে অবদান রেখে চলেছে।

সাপ্তাহিক সিমেক

জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি হিসেবে **"সাপ্তাহিক সিমেক"** অনবদ্য ভূমিকা পালন করছে। সমাজ ও দেশের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে এটি উন্নয়নমূলক সব খবর ছাপিয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও জনস্বার্থে বিনামূল্যে এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটি নিয়মিত মানুষের দোড়গোড়ায় পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। **"সাপ্তাহিক সিমেক"**-এর অন্যতম বিশেষ দিক হলো এটি নেতিবাচক নয় বরং ইতিবাচক সংবাদ, সাফল্য এবং উন্নয়নের সব খবর দিয়ে সাজায় এর প্রতিটি পাতা। এতে আছে দেশের অগ্রগতি, উন্নতি ও সাফল্যের সব বার্তা, যা দেশের মানুষকে সহজেই সন্তুষ্টি দিতে পারে। এই পত্রিকায় দেশ-বিদেশের নানা অজানা তথ্য ছাড়াও রয়েছে সম্পাদকীয় পর্ব যেখানে বর্তমান সময়ের বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি অতি সাধারণভাবে ফুটে উঠলেও এর মর্মার্থ অসাধারণ। এ কারণেই **"সাপ্তাহিক সিমেক"**-এর নিয়মিত পাঠককুল এই সম্পাদকীয় লেখার প্রতি অনুরক্ত। মূলত সিমেক ফাউন্ডেশন সামাজিক শিক্ষাকেই সমাজ পরিবর্তনের প্রধান ভিত্তি বলে মনে করে; সেই ভাবনা থেকেই **"সাপ্তাহিক সিমেক"**-এর পথচলা।

ক্রীড়া ও শরীরচর্চা

আমরা বিশ্বাস করি স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। বেশিরভাগ মানুষই একটি ভুল ধারণা পোষণ করে যে সুস্থ থাকা মানে শুধু রোগমুক্ত থাকা। কিন্তু সুস্থতার সংজ্ঞা এটি নয়। সুস্থ থাকা বলতে রোগমুক্ত থাকার পাশাপাশি শারীরিকভাবে কর্মক্ষম থাকা, মানসিকভাবে ভালো থাকা বা মনকে ভালো রাখাকেও বোঝায়। এক্ষেত্রে খেলাধুলার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। তবে খেলাধুলাকে আমাদের সমাজে এখনো তেমন গুরুত্বের সাথে দেখা হয় না। কিন্তু বাস্তবিক দিক থেকে খেলাধুলা তরুণ প্রজন্মের শারীরিক এবং মানসিক বিকাশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি তরুণ প্রজন্মকে কর্মঠ করার পাশাপাশি তাদের মানসিক চাপ কমিয়ে মনোযোগী হতে সহায়তা করে। এসব উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সিমেক ফাউন্ডেশন প্রতিনিয়ত গ্রহণ করছে বিভিন্ন উদ্যোগ। এ সকল প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠানটি একটি সুস্থ, প্রাণবন্ত ও দায়িত্বশীল তরুণ সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। আগামীতেও সিমেক ফাউন্ডেশন খেলাধুলা ও সুস্থতা উন্নয়নে আরও কার্যকর ও দূরদর্শী উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে যাবে।

সিমেক পল্লী স্পোর্টিং ক্লাব

যুবসমাজই জাতির ভবিষ্যৎ। তাদের সঠিক দিকনির্দেশনা ও মানসিক বিকাশই গড়ে তোলে একটি সুস্থ ও সুন্দর সমাজ। এই বিশ্বাসকে সামনে রেখে "ঐক্য, শৃঙ্খলা, মানবতা ও শান্তি" স্লোগান নিয়ে শুরু হয়েছে **"সিমেক পল্লী স্পোর্টিং ক্লাব"**-এর পথচলা। বর্তমান তথা যুবসমাজকে সুস্থ এবং সঠিক পথে পরিচালিত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে সিমেক ফাউন্ডেশন। আর এই ভাবনা থেকেই স্পোর্টিং ক্লাবটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বর্তমান সময়ে যখন বিভিন্ন ধরনের আসক্তি আকড়ে ধরেছে যুবসমাজকে, সে মুহূর্তে এই তরুণ প্রজন্মকে শারীরিক ও মানসিকভাবে কর্মক্ষম এবং কর্মঠ রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া একটি ভালো সমাজ গড়ে তোলার জন্য যেমন শিক্ষিত জনপদ প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন সুস্থ ও কর্মক্ষম যুবসমাজ। আর এই যুবসমাজকে সুস্থ ও কর্মক্ষম রাখার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে খেলাধুলাসহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক ও সৃজনশীল কার্যক্রমের মাধ্যমে তরুণদের উদ্বুদ্ধ করে চলেছে **"সিমেক পল্লী স্পোর্টিং ক্লাব"**, যেন তারা হয়ে ওঠে একটি সুসংগঠিত, সচেতন ও মানবিক সমাজের নির্মাতা।

"দু'টি কথা"

একটি ছোট্ট বিশ্বাস আমি সর্বদা মনের মধ্যে এভাবে লালন করি যে, এই পৃথিবীতে জন্মেছি কেবল একটি বারের জন্যে। আর মৃত্যুও হবে কেবল একবারই। মৃত্যুর পর ক্ষণজন্মা এই জীবন আর ফিরে পাবো না কখনোই। ফিরে আসা যাবে না সুন্দর এই পৃথিবীতে কোনভাবেই। কাজেই ভাল যা কিছু করার এক জনমেই করতে হবে।

আমি জন্মেছি গাঁও গেরামে; শৈশব এবং কৈশোরও কাটিয়েছি সেখানেই। শুধু আমি নই; আমার মতো এই বাংলার অধিকাংশ মানুষই তাদের জীবন কাটিয়েছে গাঁও গেরামে। আমরা সবাই বাংলার মাটি ও মানুষের কাছে ঋণী। মাটির তৈরি মানুষেরা মৃত্যুর পরে এই মাটিতেই জায়গা নেবে। চিরতরে এই মাটির কোলে আশ্রয় নেবার আগে মাটির সেই ঋণ শোধের একটা সামান্য প্রচেষ্টা থেকে আমার শৈশব এবং কৈশোরের স্মৃতিমাখা গ্রাম বাংলার মাটি ও মানুষের কল্যাণে নিজেকে নিবেদিত করার প্রয়াসে "সিমেক ফাউন্ডেশন"-এর এই পথচলা।

গ্রাম বাংলা হলো বাংলা মায়ের প্রকৃত রূপ। বাংলাকে গড়তে হলে, বাংলাকে বিশ্বের সম্মুখে দাঁড় করাতে হলে গ্রাম বাংলা নিয়ে কাজ করতে হবে। বাংলাদেশকে উন্নত করতে হলে এবং বাংলাদেশকে রাঙাতে হলে বাঙালীকে সাজাতে হবে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত জাতি হিসেবে। আমি সর্বদা দেশ হতে দেশান্তরে ঘুরে বেড়িয়ে এইটুকু বুঝেছি যে আমার গাঁয়ের মানুষরা আধুনিক শিক্ষা এবং প্রকৃত চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত। এই সব মানুষদের যদি সামাজিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলা যায়, যদি আধুনিক চিকিৎসার ন্যূনতম সেবা দেওয়া যায়, তাহলে তারাই একদিন সবাই মিলে নিজেরাই নিজেদের গ্রামকে সমৃদ্ধ করে গড়ে তুলবে।

এমনি এক সমৃদ্ধ গ্রাম বাংলার স্বপ্ন বুকে লালন করছি আমি বহু বছর ধরেই। বিশাল এই পৃথিবীতে যখন, যেখানে এবং যেভাবেই থাকি, গ্রাম বাংলা থেকে যত দূরেই থাকি, সারাক্ষণ এই স্বপ্নমাখা ঘোরের মধ্যেই থাকি। হোক না এ কেবলই আমার নিভৃত ভাবনা, কেবলই স্বপ্নের ঘোর! কিন্তু এই ভাবনার স্বপ্নে বসবাসই আমাকে দেশ সেবার প্রেরণা জোগায় সারাটি ক্ষণ।

জানিনা এই এক জনমে দেশের সেবা কতটুকু করে যেতে পারবো! জানি না সেই সমৃদ্ধ গ্রাম এই জনমে দেখা হবে কিনা! হয়ত দেখা হবে, হয়ত হবে না! তবুও দুঃখ কিসের!! সান্ত্বনা এইটুকু তো থাকবে যে অন্তত একটি ভাল কাজের শুরুটা করে দিয়ে গেলাম!!!

ইঞ্জিনিয়ার সরদার মোঃ শাহীন
প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান

SIMEC FOUNDATION

শোনিম টাওয়ার, ৫৫ শাহ্ মখ্দুম এভিনিউ
সেক্টর-১২, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০

প্রজেক্ট অফিস - সিমেক পল্লী, বালিপাড়া
ত্রিশাল, ময়মনসিংহ

E-mail: info@simecfoundation.org
Web: www.simecfoundation.org
Contact: +88 01810 169531